ম্যাঙ্গো ডে

বিভিন্ন ধরনের ফলের মধ্যে আমের আলাদা জনপ্রিয়তা আছে।
৫০০০ বছর আগে সর্বপ্রথম ভারতে আম চাষ শুরু হয়।
প্রতিবছর ২২ জুলাই দিনটি ম্যাঙ্গো ডে হিসেবে উদযাপন করা হয়।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মহকালপল্লির একটি জলাশয় থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বুধবার। খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। গোয়েন্দা দপ্তরের তরফেও ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির চার–পাঁচ দিন আগে মৃত্যু হয়। দেহটি পচে ফুলে গিয়ে ভেসে ওঠে। কীভাবে মৃত্যু হল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রয়াত নাট্যকার

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : বর্ষীয়ান নাট্যকার তথা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দিব্যেন্দু সরকার সোমবার প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে আসে সাংস্কৃতিক মহলে। করোনায় সংক্রামিত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। কল্লোল নাট্যগোষ্ঠীর ‘টিনের তলোয়ার’, মিলেমিশে নাট্য সংস্থার ‘মেঘে ঢাকা তারা’ সহ একাধিক নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। নাটকের পাশাপাশি সংগীত জগতেও তিনি ‘হেমন্তকণ্ঠী’ নামে খ্যাত ছিলেন।

নতুন সংগঠন

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : শিলিগুড়ির মিষ্টি ব্যবসায়ীরা বুধবার একটি নতুন সংগঠন তৈরি করেন। ‘সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন’ নামক এই সংগঠন ৪০ জন মিষ্টি ব্যবসায়ীকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি শ্যামল মণ্ডল বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত মিষ্টি ব্যবসায়ীকে এক ছাদের নীচে আনার।’

টিকাকরণ

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং লিভার ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ২১ নম্বর ওয়ার্ডে সত্তরোর্ধ্ব নাগরিকদের করোনার টিকা দেওয়া হয়। স্থানীয় রবীন্দ্র সংঘে আয়োজিত শিবিরে প্রায় ১১০ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইদ মোবারক।। *বুধবার শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস*

৬০০ নম্বরে মিলবে ফর্ম

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : বাইরে থেকে ভর্তির জন্য আবেদন করা পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং করার পথে হাঁটতে চাইছে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি স্কুল।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজ্ঞান নিয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, স্ট্যাটিস্টিকস, ভূগোল এবং কম্পিউটার সায়েন্সের মতো কিছু বিষয়ে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। কিন্তু পড়ুয়ারা মাধ্যমিকে ঢালাও নম্বর পেয়েছে। তাতে শিলিগুড়ির কিছু স্কুল বিজ্ঞানে ভর্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ৭৫ শতাংশ নম্বরকে কাট অফ মার্কস হিসাবে রেখেছে। পাশাপাশি বাইরের পড়ুয়ারা ৬০০ নম্বর না পেলে ভর্তির আবেদন করতে পারবে না।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত বলেন, ‘৬০০ নম্বর থাকলেই বাইরের ছাত্ররা ভর্তির আবেদনের জন্য ফর্ম তুলতে পারবে। ওই পড়ুয়ারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পারবে কি না সেজন্য আমরা স্কুল থেকে কাউন্সেলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক্ষেত্রে তার নীচু ক্লাসগুলির রেজাল্ট দেখা হবে। কাউন্সেলিংয়ের পর যোগ্য মনে হলে ওই পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া হবে।’

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলেন,

ভর্তি জট

- শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মোট ৭০টি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে
- একাদশ শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ২৭৫ জন পড়ুয়া ভর্তি হতে পারবে
- কিছু স্কুল বাইরে থেকে ভর্তির আবেদন করা পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং করতে চাইছে

‘বাইরের অনেক পড়ুয়া আমাদের ফোন করছে। একাদশ শ্রেণিতে আসন ২৭৫টি। সেখানে স্কুলে মাধ্যমিক পাশ করেছে ৩১৪ জন। এই পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন। তারপর বাইরের পড়ুয়াদের জায়গা দিতে হলে বাছাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাইরের পড়ুয়াদের কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি করা যায় কি না তা নিয়ে শিক্ষা সংসদের কাছে আবেদন জানাব।’

মাধ্যমিকের ঢালাও নম্বরের ছড়াছড়িতে যে ভালো এবং খারাপ পড়ুয়ার মধ্যে তফাত বোঝাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা শিক্ষকদের একাংশ মেনে নিয়েছেন। আর সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই কাউন্সেলিংয়ের চিন্তাভাবনা চলছে।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মোট ৭০টি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিটি স্কুল একাদশ শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ২৭৫ জন পড়ুয়া ভর্তি করতে পারবে। মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা হওয়ার দিন থেকেই বিভিন্ন স্কুল একাদশে ভর্তির ফর্ম দিতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক বলেন, ‘ভর্তির ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং করার বিষয়টি জানা নেই। তবে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আবেদন করতে হয়। সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ চাইলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।’

শৌচালয় হয়ে উঠেছে ঘর

শিলিগুড়ি শহরে অবৈধ নির্মাণের ঘটনা কোনও নতুন খবর নয়। এ নিয়ে মাঝেমধ্যে পুরনিগম ও প্রশাসনের তরফে সাময়িক পদক্ষেপ করা হলেও এই প্রবণতা বন্ধ হয় না। এটাই শিলিগুড়ির ট্র্যাডিশন এবং ট্র্যাজেডিও। এই শহরে কেন এমন হয়, উত্তর খুঁজল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ তৃতীয় পর্বে কলম ধরলেন শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : অবৈধ নির্মাণ ও দখলদারির হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না কমিউনিটি শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকও। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্তপল্লিতে সরকারি কমিউনিটি শৌচালয়গুলির সঙ্গে ট্যাংকের জায়গাতেও রাতারাতি অবৈধভাবে ঘর গজিয়ে উঠছে। অভিযোগ, শৌচালয়ের আশপাশের বাসিন্দারাই এই যাবতীয় অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত।

অশোক ভট্টাচার্য এসজেডিএ চেয়ারম্যান থাকাকালীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থে এলাকাবাসীর জন্য ২৬৯টি ঘর তৈরি করা হয়েছিল। বাসিন্দাদের সুবিধার জন্যই কোয়ার্টারের চার জায়গায় একটি করে কমিউনিটি শৌচালয় তৈরি করা হয়। এর মধ্যে একটি কমিউনিটি শৌচালয়ের দেওয়াল ভেঙে ঘর তোলা হয়েছে। দেওয়াল বাড়িয়ে আরেকটি কমিউনিটি শৌচালয়ের জায়গা সেই কোয়ার্টারের মধ্যেই ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। আরেকটির শৌচালয় আগেই দখল হয়ে গিয়েছে। এখন পাশের সেপটিক ট্যাংকটাও দখল করে ঘর তৈরি হয়েছে। এই তিনটি কমিউনিটি শৌচালয়ের কিছুটা দেখা মিললেও বাকি একটি কমিউনিটি শৌচালয় এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। খোঁজাখুঁজি করতে একটি ঘর নজরে পড়ল।

শহরে অবৈধ নির্মাণ/৩

সেপটিক ট্যাংক বুজিয়ে নির্মাণ।

জবরদখল

- সরকার বাসিন্দাদের স্বার্থে গড়ে দিয়েছিল কমিউনিটি শৌচালয়
- সেই শৌচালয় এবং সেপটিক ট্যাংক বুজিয়ে দিব্যি চলছে অবৈধ নির্মাণ

ওই ঘরের জায়গাতেই কমিউনিটি শৌচালয়টি ছিল, যা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

ঘর তৈরি করে অনেক ক্ষেত্রে সংলগ্ন কোয়ার্টারের বাসিন্দারা নিজেদের কোয়ার্টার বিক্রি করে ওই শৌচালয় দখল করে তৈরি করা ঘরে চলে আসছেন। কোনও ক্ষেত্রে ওই ঘর তাঁরা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন। কখনও বা অবৈধভাবে জবরদখল করে তৈরি করা ওই ঘরই বিক্রি করে দিচ্ছেন। কোয়ার্টার বিক্রির ক্ষেত্রে দরদাম শুরু হচ্ছে ৫ লক্ষ টাকা থেকে। শৌচালয় ভেঙে তৈরি করা ঘর বিক্রির ক্ষেত্রে দর শুরু হচ্ছে ২ লক্ষ টাকা থেকে। ভাড়ার ক্ষেত্রে দর শুরু হচ্ছে ৫ হাজার টাকা থেকে।

শৌচালয়ের জায়গায় কেন ঘর তুলেছেন প্রশ্ন করতেই একজনের অকপট জবাব, ‘শৌচালয় আর ব্যবহার হয় না। তাই ওই ঘর বানালাম।’ অনুমতির বিষয়ে প্রশ্ন করতে অবশ্য মুখে কুলুপ ওই ব্যক্তির।

প্রশ্ন উঠছে, একের পর এক শৌচালয় দখল হতে থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন কী করছে? বিষয়টি নিয়ে এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সিপিএমের বিজয়কৃষ্ণ দে বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘শৌচালয় দখল করে অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি প্রশাসনিক প্রতিটি মহলে চিঠি করে জানিয়েছি। প্রথম থেকে প্রশাসনের সক্রিয় মনোভাব নজরে পড়েনি। এখন সবটাই হাতের বাইরে চলে গিয়েছে।’

মাসখানেক আগে এলাকার ১০টি বহুতলের খালি ঘরগুলো বিক্রির অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে এসজেডিএ। একাধিকবার পরিদর্শনও করেছে। অথচ তার মধ্যেও শৌচালয় সহ সেপটিক ট্যাংক দখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত। এর থেকে এসজেডিএ’র সক্রিয়তা এবং নজরদারিও প্রশ্নের মুখে। স্থানীয় বাসিন্দা ব্রজ রায় বলেন, ‘গোটা এলাকাটাই এখন অবৈধ নির্মাণের আঁতুড়। কেউ কাউকে মানে না।’ এসজেডিএ চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মনের অবশ্য বক্তব্য, ‘গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখব।’

পিপিই বিতরণ

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : করোনা রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে কবি গৌতম গুহ রায় তাঁর মায়ের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের হাতে পিপিই কিট তুলে দেন। সংস্থার সহ সভাপতি সুমন সরকার জানান, বিভিন্ন মানুষ ও নানা প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সহায়তা পেয়ে তাঁরা চারটি অক্সিজেন সিলিন্ডার করোনা রোগীদের স্বার্থে কিনেছেন।

শহিদ দিবস পালন

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : বুধবার তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের তরফে জলপাইগুড়ির ২ নম্বর গুমটিতে সংগঠনের অফিসের সামনে শহিদ দিবস পালন করা হল। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি দুলাল দেবনাথ, ব্লক সভাপতি ধরম পাসোয়ান, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সন্দীপ মাহাতো প্রমুখ। দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সোমনাথ পাল।

পাশাপাশি আসাম মোড়েও শহিদ দিবস পালন করা হয়। এখানে দলের জেলা কমিটির সদস্য নিতাই কর, জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচেতা কর এবং জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বক্তব্য রাখেন।

শহিদ বেদিতে মাল্যদান। – সংবাদচিত্র